একসঙ্গে ছয় শিশুর জন্ম !

পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের এক নারী একসঙ্গে ছয়টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। 'ডেইলি মেইল'-র প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, খাইবার পাখতুনখাওয়ার বান্নু জেলার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে গত শুক্রবার ওই নারী একসঙ্গে ছয়টি স্বাভাবিক শিশু জন্ম দেন। এদের মধ্যে চারটি মেয়ে ও দুটি ছেলে শিশু রয়েছে।

চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, মা ও তার ছয় নবজাতক সুস্থ আছেন। তাদের অবস্থা স্থিতিশীল। তবে বাড়তি পরিচর্যা ও অধিকতর পর্যবেক্ষণের জন্য মা ও নবজাতকদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

চলতি মাসের শুরুতে ভারতের পাঞ্জাবের এক নারী একসঙ্গে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দেন। এর আগে একসঙ্গে একাধিকবার পাঁচটি শিশুর জন্মদানের ঘটনা থাকলে, ছয়টি শিশুর জন্ম এই প্রথম।

গত শুক্রবার ওই নারী নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে ওই হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এরপর সেখানে তিনি ছয়টি শিশুর জন্ম দেন।

রাজপুত্রের জন্য বিশেষ ছাড়

ব্রিটিশ সিংহাসনের ভবিষ্যত্ উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়ামকে অধ্যয়ন ফির বেলায় বড় ধরনের ছাড় দিয়েছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সেখানে কৃষিব্যবস্থাপনা বিষয়ের ওপর একটি বিশেষ কোর্সের জন্য তিনি যে ফি দিচ্ছেন, বাস্তবে এর খরচাটা নাকি আরও বেশি বলে দেশটির সংবাদমাধ্যমের দাবি।

যুক্তরাজ্যের মিরর পত্রিকার বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার অনলাইনের খবরে জানানো হয়, উইলিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়কে ১০ হাজার পাউন্ড (১২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৬৯ টাকা) দিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কৃষিব্যবস্থাপনার ওই কোর্সটি উইলিয়ামের জন্য বিশেষভাবে আয়োজন করেছে। মিররের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, বিশেষভাবে আয়োজন করা হয়েছে বলেই ওই কোর্সের জন্য ফি বেশি হওয়ার কথা।

১০ সপ্তাহের এ কোর্সটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে প্রিন্স চার্লসের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে 'ডাচি অব কর্নওয়াল' জমিদারি পাওয়ার পর এ জ্ঞান তিনি কাজে লাগাতে পারেন।

রাজপুত্রের জন্য এই বিশাল ছাড় দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডোম অ্যান্ডারসন। তিনি বলেন, তাঁদের অবস্থা এমন নয় যে রাজপুত্রের পড়ার খরচ চালাতে রানিকে বাকিংহাম প্যালেস বন্ধক দিতে হবে। ৪০ কোটি পাউন্ডের উত্তরাধিকারী এ রাজপুত্রের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও যোগ্য ও উপযুক্ত শিক্ষার্থী রয়েছেন। যতটা সুবিধা পাওয়ার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশিই পেয়ে থাকেন তাঁরা।

ইরাক-আফগান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কিছুই অর্জিত হয়নি

রবার্ট গেটস

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রতিরামন্ত্রী রবার্ট গেটস্ বলেছেন, ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হতে পারেনি। রবার্ট গেটস্ বলেছেন, অতীতের যুদ্ধের মতো সাম্প্রতিক এ দু'টি যুদ্ধের যে ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হয়েছে বলা যাবে না।

ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাসদস্যদের প্রাণহানিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন গেটস্। সাবেক এ মার্কিন প্রতিরামন্ত্রী তার 'ডিউটি : মেমোয়রস অব এ সেক্রেটারি অ্যাট ওয়ার' নামে এক গ্রন্থে ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন এ ব্যর্থতার কথা উলেখ করেছেন। তিনি আফগানিস্তানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ওবামার নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ইসরাইলি অবরোধ ও হামলার নিন্দা জানিয়ে লন্ডনে বিক্ষোভ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের দীর্ঘ অবরোধ ও হামলার নিন্দা জানিয়ে ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে বিক্ষোভ হয়েছে। শত শত মানবাধিকার কর্মী এ বিক্ষোভে অংশ নেন। ফিলিস্তিনি সলিডারিটি ক্যাম্পেইন নামে একটি সংগঠনের আয়োজনে লন্ডনে ইসরাইলি দূতাবাসের সামনে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভে অংশ নেয়া অন্তত পাঁচশ' কর্মী প-্যাকার্ড নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের দাবিতে শোগান দিতে থাকেন। তারা গাজার উপত্যকার ওপর আরোপ করা অবরোধের অবসান দাবি করেন। ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে ইহুদিবাদী ইসরাইলের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে শোগান দেন।

গাজার ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেয়ার জন্য ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে বিক্ষোভকারীরা ব্রিটিশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

লন্ডনের এ বিক্ষোভ অংশ নেয় ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থন দেয়া কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি, স্টপ দ্যা ওয়ার কোয়ালিশন, জিউস ফর জাস্টিস ফর প্যালেস্টাইন, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলন এবং ব্রিটেনে বসবাসকারী ফিলিস্তিনি ফোরাম।

গাজা অবরোধের কথা উলেখ করে সাবেক লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক দলের এমপি ব্যারোনেস জেনি বলেন, "গাজার লোকজন ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, বিষক্রিয়ার শিকার হচ্ছে এবং মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।"

রিয়াদের 'বাদশাহ আবদুল আজিজ প্রাসাদ'কে ঐতিহাসিক কেন্দ্রে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত

সৌদী কর্তৃপক্ষ রিয়াদের আল-খার্জ এলাকায় অবস্থিত বাদশাহ আবদুল আজিজের রাজপ্রাসাদ ও এর সংলগ্ন এলাকাকে দেশের একটি ঐতিহাসিক কেন্দ্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহর নামে নামকরণ করা হবে।

গত বৃহস্পতিবার সংশিষ্ট সূত্র জানায়, সৌদী কমিশন ফর টুরিজম এন্ড এন্টিকুইটিজ (এসসিটিএ) এবং আল-রিয়াদ ডেভেলপমেন্ট অথোরিটি (এডিএ)-এর সহায়তায় রিয়াদ প্রাদেশিক সরকার ও আল-খার্জ পৌরসভা কিং আবদুল আজিজ প্যালেস এবং এর চারপাশের এলাকা সংস্কারের ব্যাপারে একটি সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মধ্যে প্রাসাদের অভ্যন্তরে আল-খার্জ পৌরসভার জন্য একটি জাদুঘর স্থাপনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া এসসিটিএ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে জাদুঘরের সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং এ অঞ্চলের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার তুলে ধরার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রদর্শনী ও উৎসবেরও আয়োজন করেছে।

জানা গেছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় এসসিটিএ আল-দামা, আল-বাহা, আবহা, হাইল ও তাবুকে ৫টি আঞ্চলিক জাদুঘর স্থাপন করেছে। এছাড়া তেমআ, নাজরান, জাজান, আল-আহসা, আল-উলা এবং আল-জৌফে বিদ্যমান ৬টি জাদুঘরের উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ চলছে। নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও পুরোনো জাদুঘরের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন পৌর এলাকার অনেক ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক ভবনকে জাদুঘরে রূপান্তরের কাজ চলছে বলে সূত্রে প্রকাশ।

আমেরিকার স্কুলে মুসলিম ছুটির দাবিতে আবার শুরু হল ১ লাখ স্বাক্ষরের অভিযান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সাথে নতুন প্রজন্মের জন্য স্কুলে মুসলিম ছুটির স্বীকৃতির জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল গত বছর ডিসেম্বর ১৭ তারিখ, যা শেষ হল জানুয়ারী ১৬। আমেরিকানদের জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওবামা প্রশাসনকে অবহিত ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য WhiteHouse.gov ওয়েবসাইটে এক লাখ স্বাক্ষরের টার্গেট নিয়ে পিটিশন করা হয়েছিল। প্রায় ৬৫ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহীত হয়েছিল। প্রচারের সীমাবদ্ধতা ও বিষয়বস্তুর উপর অজ্ঞতার কারণে অনেকেই এই অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করতে পারেননি। অন্যদিকে একই ইস্যুতে দুইটি পৃথক পিটিশন বিবেচনার জন্য দাখিল করা হয়েছিল। দুই পিটিশনের একটির হেডিং ছিল Support the movement of having Muslim holidays recognized in the school year, throughout the United States of America. I Ab¨wUi Recognize Muslim holidays throughout the school year. দুই পিটিশনের মোট স্বাক্ষর সংখ্যা ছিল দেড় লাখের ও উপরে।

তাই আবার ১৬ জানুয়ারী থেকে এই স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়েছে- চলবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। যারা আগে পিটিশনে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদেরকে আবার এই নতুন পিটিশনে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। পূর্বের স্বাক্ষর বাতিল হয়ে গেছে। স্কুলের বাচ্চাদের এবং কর্মীদের জন্য মুসলিম ছুটির এই পিটিশনটি মূলত ভার্জিনিয়ার তিনজন মুসলিম হোম-স্টুডেন্টদের হোমওয়ার্কের দ্বারা শুরু হয়েছিল, তা এখন সারা আমেরিকায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সকল মুসলিমদের একটি সম্মিলিত ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র নিউইয়র্ক স্কুল সিস্টেমে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ মুসলিম শিশু ভর্তি হয় যা মোট সংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ।

রীতিনীতির অফিশিয়াল ধারনা দেবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সবার এগিয়ে আসবার দাবী জানাচ্ছে লিটল বাংলাদেশ, লস এঞ্জেলেস থেকে অনলাইন পোর্টাল একুশ ডট ইনফো (www.ekush.info). আমেরিকাবাসী যে কেউ WhiteHouse.gov-এর অনলাইন পিটিশনে স্বাক্ষর করতে পারেন।

এবারো দুইটি পিটিশন খোলা হয়েছে। শুধুমাত্র একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করুন। এখানে কে মুভমেন্ট শুরু করেছে তা না দেখে ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রচারিত পিটিশনে স্বাক্ষর করুন।

নিম্নোক্ত লিংকে গিয়ে ইসলামিক সেন্টার অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রচারিত পিটিশনে স্বাক্ষর করুন। একেবারে সাধারন কিছু তথ্য, যেমন ইমেইল অ্যাড্রেস, প্রথম- শেষ নাম ও আপনার জীপকোড দিয়ে স্বাক্ষর করতে হবে।
https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-muslim-holidays-throughout-school-year/x1DqFc2t

ব্রিটেনে শিশু পর্ণোগ্রাফি চক্রের বিরুদ্ধে অভিযানে গ্রেফতার ১৭

শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়নকারী চক্রের বিরুদ্ধে দমন অভিযান পরিচালনা করেছে ব্রিটেনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল। ব্রিটেনের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) জানিয়েছে, শিশু পর্ণোগ্রাফির অভিযোগে ১৭ জন ব্রিটিশ নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চক্রটি ইন্টারনেটে ফিলিপাইনের শিশুদের দিয়ে তৈরি যৌন নিপীড়নের ভিডিও প্রকাশ করত। ওয়েব ক্যামে সরাসরি যৌন ভিডিও দেখানোর জন্য ব্রিটেনের আরো ১৩৯ নাগরিকের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এনসিএ জানিয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু পর্ণোগ্রাফি একটি বড় হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে ২০০১ ও ১৯৯২ সালে শিশুদের অশালীন ছবি তৈরির অভিযোগ উঠেছিল।

ব্রিটেনে বাড়ছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ

ব্রিটেনে প্রায় এক হাজার স্কুল শিক্ষক ও কর্মচারী যৌন হয়রানির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে চাকরি হারিয়েছে। সম্প্রতি, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে স্কুল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখায় দায়ে ৯৫৯ ব্রিটিশ শিক্ষক ও কর্মচারীকে অভিযুক্ত এবং বরখাস্ত করা হয়।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি ওয়ান রেডিও'র নিউজবিট অনুষ্ঠান ওই জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেশটির স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জঘন্য এসব অভিযোগের কথা উঠে আসে।

এসব ঘটনায় মাত্র ২৫৪টি ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করা হয়। জরিপের জন্য ব্রিটেনের ২০০ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য চাওয়া হলেও ১৩৭টি স্থান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। বিবিসি আশঙ্কা করছে, স্কুল শিক্ষার্থীদের যৌন নির্যাতনের এসব ঘটনার সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে।

দেশটির শিক্ষকদের জাতীয় ইউনিয়ন, টিচিং ইউনিয়ন ও এসোসিয়েশন অব টিচার এন্ড লেকচারার এসব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যেসব শিক্ষক মর্যাদাহানির ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের কঠোরভাবে আইনের আওতায় আনার দাবি জানায় শিক্ষকদের সংগঠনগুলো। আর, ভ্রান্ত অভিযোগের বিরূপ প্রভাবের ব্যাপারেও হুঁশিয়ারি জানায় সংগঠনগুলো।

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য গুগলের কনট্যাক্ট লেন্স

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য অভিনব কনট্যাক্ট লেন্স তৈরি করেছে গুগল। সুগার লেভেল পরীক্ষা করার জন্য এখন আর ডায়াবেটিস আক্রান্তদের বার বার সুইয়ের খোঁচা নেয়া লাগবে না। লেন্সটি চোখের পানিতে গুকোজ লেভেল শনাক্ত করতে সক্ষম। বিশ্বের প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। অনেকের দিনে ১০ বারের মতো সিরিঞ্জ ফুটিয়ে রক্তে গুকোজের পরিমাণ পরীক্ষা করতে হয়। গুগল তাদের গোপন এক্স-ল্যাবে গত ১৮ মাস ধরে এই লেন্সটি তৈরি করেছে। এটা দেখতে সাধারণ লেন্সগুলোর মতো হলেও এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির গুকোজ সেন্সর আর তারবিহীন ট্রান্সমিটার। লেন্সের ভেতরে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ট্রানজিস্টর। আর রয়েছে চুলের থেকেও সরু এন্টেনার বলয়। এত ক্ষুদ্রাকৃতির যন্ত্রাংশগুলো এতো ছোট আকৃতির মধ্যে সংস্থাপন করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ বলে মন্তব্য করলেন শীর্ষ গবেষকদের একজন ব্রায়ান ওটিস। লেন্সটির বাজারজাত করার জন্য গুগল অংশীদারের খোঁজে রয়েছে। লেন্সের মধ্যে এতগুলো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ সংযুক্ত করা হলেও এটা দেখার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কেননা, এগুলো স্থাপন করা হয়েছে চোখের মণি এবং আইরিসের বাইরে। ব্রায়ান ওটিস আরও জানান, প্রতি সেকেন্ডে রিডিং দিতে পারে এমন একটি প্রোটোটাইপ তারা পরীক্ষা করছেন। এছাড়াও, গুকোজ লেভেল বৃদ্ধি বা হ্রাসের সতর্ক বার্তা ব্যবহারকারীকে আগেভাগেই দেয়া সম্ভব কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষকরা। এ রকম একটি মেডিকেল ডিভাইস তৈরি করার জন্য কয়েক বছর আগে গবেষণা শুরু হয় ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে। এখনও বিভিন্ন স্থানে গবেষণা চলছে। গুগলের এ অভিনব লেন্স তৈরিতে কতজন কাজ করেছেন সে বিষয়ে কোন তথ্য প্রকাশ করতে সম্মত হয়নি গুগল। এটা এখনও বাজারে আসতে কমপক্ষে আরও ৫ বছর লাগবে বলে তারা জানিয়েছে।